আলমডাঙ্গায় স্বতন্ত্র প্রার্থী কমান্ডার এম শহীদুর রহমানের গণসংযোগ

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী কমান্ডার এম শহীদুর রহমান (পিএসসি,অব.) আসন্ন সংসদ নির্বাচন বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন। তিনি আজ সোমবার বেলা ১২ টার দিকে আলমডাঙ্গায় তার নির্বাচনী কার্যালয়ে এ মতবিনিময় করেন।

মত বিনিময়কালে এমপি প্রার্থী কমান্ডার এম শহীদুর রহমান (পিএসসি,অব.) বলেন,আমি এই আলমডাঙ্গার সন্তান। আমি নেভীতে চাকরী করতাম। জীবনে কোনদিন কোন দুর্নীতি বা অনিয়মের সাথে জড়িত ছিলাম না।
আমি জোর গলায় বলতে পারি। আল্লাহ:র নাম নিয়ে বলছি আমার শরীরে অন্যায়ের উপার্জনের এক বিন্দু রক্তও নেই। কারণ আমি সারা জীবন সমুদ্রে সমুদ্রে কাটিয়েছি। শ্রীলংকা থেকে বম্বে,বম্বে থেকে সৌদী আরব,সৌদী আরব থেকে দুবাই, ইংল্যান্ড,আমেরিকা ঘুরেছি। সেখানে তো কেউ ঘুষ দিতে যায়নি। সে কারণে আমি বলতে পারি, আমার শরীরে কোন অন্যায় উপার্জনের টাকা নেই। আমি এই অবহেলিত আলমডাঙ্গার উন্নয়নের জন্য আসন্ন নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ট্রাক প্রতিকে ভোট কামনা করছি। যদি আমি নির্বাচিত হই,তাহলে অবহেলিত এই আলমডাঙ্গার উন্নয়নে কাজ করবো। আপনারা সৎ এবং যোগ্য প্রার্থী বিবেচনা করে আপনার মূল্যবান ভোটটি দিবেন।

দীর্ঘ ৩৫ বছর আলমডাঙ্গা শোষন নিপীড়নের শিকার। এই শোষন নিপীড়নের জবাব দিতে আলমডাঙ্গা থেকে একজনকে এমপি নির্বাচিত করে আনতেই হবে আপনাদের।

এর পূর্বে তিনি বিভিন্ন এলাকায় গণ সংযোগ করেন। গণ সংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সেনা সদস্য আব্দুল্লাহ, নজরুল ইসলাম,আশরাফুল ইসলাম বকুল,আসিফ আলী, হাসানুজ্জামান,রেহেনা খাতুন,সিদ্দিকা খাতুন,আলমগীর হোসেন,লিটু খন্দকার,রাসেল মুন্সি,রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় যিশু খ্রিস্টের জন্মদিনে গীর্জা পরিদর্শন

চুয়াডাঙ্গায় যিশু খ্রিস্টের শুভ জন্মদিন ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসব শুভ বড়দিন উপলক্ষে আজ সোমবার এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পদ্মবিলা ইউনিয়নের খেজুরা মিশন পাড়া সেন্ট জেমস চার্জ পরিদর্শন এবং খ্রিস্টান ধর্মাবলীদের সাথে মতবিনিময় ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা ও চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম-সেবা।

এসময় খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন এবং প্রতিটি গীর্জায় জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে পুলিশ সুপার কেক পৌঁছে দেন। বড়দিন উৎসবমুখর পরিবেশে পালনে সকল প্রকার আইনগত সহায়তা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(অর্থ ও প্রশাসন) মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মোঃ নাজিম উদ্দিন আল আজাদ পিপিএম-সেবা, ডিআইও-১ ডিএসবি আবু জিহাদ ফকরুল আলম খান, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ সেকেন্দার আলী, চুয়াডাঙ্গা হিন্দু-বৈদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি ড. মার্টিন হিরোক চৌধুরীসহ গীর্জার পুরোহিত, পালক,সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ।

দর্শনায় হত দরিদ্র মানুষের

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কেরুজ চিনিকলে আনেন। ট্যাংকলরীর ট্যাংকের মধ্যে থাকা চিটাগুড় কেরুজ চিনিকলের হাউজে ঢালার সময় চিটাগুড়ে ভেজাল ও পানিমিশ্রিত সন্দেহ দেখা দেয় কেরুজ কর্মকর্তাদের চোঁখে। এমন সন্দেহে ট্যাংকলরী হতে চিটাগুড় আনলোড বন্ধ করে দেওয়া হয়। গত পরশু রোববার সকালের দিকে কেরুজ চিনিকলের জেনারেল অফিসের সামনের চিটাগুড় রক্ষিত হাউজে এ ঘটনা ঘটে। এরপর থেকে চিটাগুড় সহ ট্রাকটি হাউজের পাশে ট্রাক লোড পয়েন্টের উপর পড়ে থাকে। এ ঘটনায় কেরুজ প্রশাসন বিভাগ ট্রাংকলরী ড্রাইভার আব্বাস উদ্দিনকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

কেরুজ চিনিকলের মহা-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ইউছুফ আলী বলেন, চিটাগুড় বহনকারী পরিবহন বিভাগের ট্রাংকলরী চালক আব্বাস উদ্দিনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

এ বিষয়ে পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে নিয়ম অনুযায়ী সকল ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় নির্বাচনী মিছিল ও পথসভায় এমপি-ছেলুন

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে আওয়ামীলীগের মনোনীত নৌকার প্রার্থী সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন এমপির নির্বাচনী মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার বিকেল ৪ টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ থেকে এক নির্বাচনী গণ-মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এর আগে-বিকেল ৩ টা থেকে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন, পৌর এলাকার ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ সহ অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা দলে দলে মিছিলে অংশ গ্রহন করেন। শহর জুড়ে নৌকার স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে।

নির্বাচনী মিছিলটি পায়ে হেটে পৌর শহরের আলতায়েবা মোড়ে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পথসভায় হাজার হাজার নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে জনসভায়

শহিদুল ইসলাম খাঁন, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, জেলা জাসদের সভাপতি ও পৌর মেয়র এম.সবেদ আলী, সাবেক নির্বাহী সদস্য শাহ আলম, চুয়াডাঙ্গা সদর পৌর সভাপতি আলাউদ্দিন হেলা, সম্পাদক আব্দুল কাদের।

আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টারের উপস্থাপনায় আরও উপস্থিত ছিলেন, সাবেক উপজেলা আওয়ামীলীগের সহ- সভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, ঠান্ডু মিয়া, জেলা যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দার, সাবেক হারদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম নুরু, পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, পৌর আওয়ামীলীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা.অমল কুমার বিশ্বাস, সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম অপু মোল্লা, মাসুদ রানা তুহিন, দপ্তর সম্পাদক মাসুদ সালেহিন উৎপল, ইউপি চেয়ারম্যান আশিকুর রহমান ওল্টু, আবু সাইদ পিন্টু, আশাদুল হক মিকা, মুন্সি ইমদাদুল হক, হাসানুজ্জামান সরোয়ার, মোজাহিদুর রহমান জোয়ার্দার লোটাস, এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল জোয়ার্দ্দার, তরিকুল ইসলাম, মাহমুদুল হাসান চঞ্চল, সোহানুর রহমান সোহান, বাড়াদী ইউনিয়ন সভাপতি মকবুল হোসেন, জামজামি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি দিদার আলী, সম্পাদক রাহাব আলী, কালিদাশপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি জয়নাল আবেদীন, জেহালার সভাপতি হাসানুজ্জামান হান্নান, সম্পাদক আব্দুল হান্নান মাষ্টার, আব্দুল মালেক, খাসকররা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান রুন্নু, সম্পাদক বিল্লাল হোসেন, কুমারি ইউনিয়ন সভাপতি ও চেয়ারম্যান আবু সাইদ পিন্টু, সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, বাড়াদীর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মকবুল হোসেন, সম্পাদক শহিদুল ইসলাম লাল্টু, উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক সোনাহার মন্ডল, সদস্য মনিরুজ্জামান হিটু, নেছার আহমেদ প্রিন্স, পৌর যুবলীগের আসাদুল হক ডিটু, যুগ্ম সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি অনিক জোয়ার্দার, উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আলাল উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম সারোয়ার সামিম, সোহেল রানা শাহিন, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল হুসাইন বাদশা, সাকিব, অটল, রকি, প্রমুখ।

জীবননগরে ড্রাগন ফল নিয়ে অপপ্রচারকারীর বিরুদ্ধে শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে ড্রাগন ফল নিয়ে অপপ্রচারকারী ইউটিউবারদের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছে ড্রাগন ব্যবসায়ী ও চাষীরা। আজ সোমবার সকাল ১০টার সময় জীবননগর বাসস্ট্যান্ডে মুক্তমঞ্চের সামনে এই মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয় হয়।

ক্ষতিকর হরমোন ও বিষ প্রয়োগ করে ড্রাগন ফলের আকার বৃদ্ধির মিথ্যা অপপ্রচারে ধ্বস নেমেছে ড্রাগন ব্যবসায়। চুয়াডাঙ্গাসহ বিভিন্ন অন্ঞ্চলে শত শত কৃষক ফেসবুক ও ইউটিউবে এমন মিথ্যা প্রচারণায় পথে বসেছে। এখন আর কেউ ড্রাগন ফল কিনতে চাচ্ছেন না। এদিকে পুষ্টিকর ড্রাগন ফল নিয়ে ইউটিউবে অপপ্রচারকারীদের শাস্তির দাবিতে চুয়াডাঙ্গার জীবননগর মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।মানববন্ধন কর্মসূচিতে ফেস্টুন, ব্যানার নিয়ে চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া ও যশোর জেলার ড্রাগন ব্যবসায়ী ও চাষীরা এ মানববন্ধনে অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ‘আমরা মানুষের জন্য এসব ফল উৎপাদন করি। আমরা যেসব ওষুধ ব্যবহার করি, সেটি যদি মানুষের দেহের জন্য ক্ষতিকর হয়, তাহলে কৃষি বিভাগ অথবা স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে আমাদের জানাক। কোন ওষুধ আমরা ব্যবহার করব, আমরা সেগুলো ব্যবহার করব। ইউটিউবাররা তো বিশেষজ্ঞ না। তারা কীভাবে বলতে পারে ড্রাগন ফলে যেসব টনিক ব্যবহার করি, সেগুলো দেহের জন্য ক্ষতিকর।’

বক্তারা আরোও বলেন, একটি চক্র ড্রাগন ফলের বাজারে ধ্বস নামাতে ফেসবুক ও ইউটিউবে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এই অপপ্রচারের কারণে দেশের ড্রাগন চাষি ও ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেই সাথে দেশের অর্থনীতি ও ক্ষতি হচ্ছে। ড্রাগন ফলে টনিক ব্যবহার নাকি ক্ষতিকর এ অপপ্রচার করছে তারা। যেকারণে বাজারে ড্রাগন ফলের চাহিদা অনেক কমে গেছে। তাই এ অপপ্রচার বন্ধে ব্যবস্থা ও অপপ্রচারকারীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান তারা।

জীবননগর উপজেলা বালাইনাশক কমিটির আহ্বায়ক বকুল বলেন, ‘ভারতীয় যে হরমোনের কথা বলা হচ্ছে, আমরা সেই হরমোন বিক্রি করি না। আমরা

বাংলাদেশ সরকারি অনুমোদিত হরমোন বিক্রি করি। এতে কোনো ক্ষতিকর উৎপাদক নেই। কিছু ইউটিউবাররা ভারতীয় হরমোনের প্রচার ও অবৈধভাবে বিক্রির জন্য এই কাজ করছে।’

এছাড়াও মানববন্ধনে বক্তব্য দেন জীবননগর ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক জসিমউদ্দীন, জীবননগর পৌর যুবলীগের সভাপতি ও ফল চাষী শাহ আলম শরিফুল ইসলাম ছোট বাবু, তরুণ উদ্যোক্তা রুহুল আমিন রিটন, চাষী রমজান,রাজেদুল ইসলাম, আব্দুল আজিজ প্রধান প্রমূখ।

চুয়াডাঙ্গায় ঘন কুয়াশা আর শীতে সাধারণ জীবন ব্যাহত

চুয়াডাঙ্গায় ঘন কুয়াশা আর শীত সাধারণ জীবন ব্যাহত হচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা গতকাল রবিবার (২৪ ডিসেম্বর) সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে ।

চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রণীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের জ্যেষ্ঠ পর্যবেক্ষক রকিবুল হাসান জানান,গতকাল রবিবার (২৪ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৮ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৫ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ১০০ শতাংশ।

গত রবিবার (১০ ডিসেম্বর) সকাল ৬টায় জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ১৫ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৮ শতাংশ। এদিন সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৫ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯২ শতাংশ। সোমবার (১১ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯১ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৭ শতাংশ। মঙ্গলবার (১২ ডিসম্বর) সকাল ৯টায় জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৩ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল

৯৫ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৩ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ। কুয়াশার কারনে এদিন তাপমাত্রা ও বাতাসের আর্দ্রতা একই ছিল। বুধবার (১৩ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯১ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৪ শতাংশ। বহস্পতিবার (১৪ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১০ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৯ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ।

শুক্রবার (১৫ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১০ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯২ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১০ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৭ শতাংশ। শনিবার (১৬ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৬ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ। রবিবার (১৭ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১০ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৬ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১০ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ। সোমবার (১৮ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯২ শতাংশ। একদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১১ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৬ শতাংশ। মঙ্গলবার (১৯ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৯ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১১ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ। বুধবার (২০ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৮ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৬ শতাংশ। বহস্পতিবার (২১ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের

আর্দ্রতা ছিল ৭৮ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৬ শতাংশ। শুক্রবার (২২ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৭ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৩ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৭ শতাংশ। শনিবার (২৩ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৪ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৮ শতাংশ।

চুয়াডাঙ্গায় প্রচন্ড শীত জনজীবন ওষ্ঠাগত। সারা দিন শীত এ জেলায় স্বাভাবিক কর্মকান্ড ব্যাহত হচ্ছে।

কেরুজ চিনিকলের ড্রাইভার আব্বাসের বিরুদ্ধে চিটাগুড়ে পানি মেশানোর অভিযোগ

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের পরিবহন বিভাগের কর্মরত ড্রাইভারের বিরুদ্ধে বহনকৃত চিটাগুড়ে পানি মেশানোর অভিযোগ উঠেছে। এ অভিযোগে পরিবহনের ট্যাংকির চিটাগুড় আনলোডে বাঁধ সেধেঁছে কর্তৃপক্ষ। যে কারনে আটকে দেওয়া হয়েছে পরিবহনের ট্যাংকের চিটাগুড় আনলোড।

জানাযায়, দর্শনা কেরুজ চিনিকলের পরিবহন বিভাগের নিজস্ব (ঢাকা মেট্রো-ঢ-১১-০৩৬১) নম্বরের একটি পরিবহন ট্রাক (ট্রাংকলরী) চিটাগুড় আনতে যায় নাটোর চিনিকলে। বহনকৃত পরিবহন ট্রাকটির (ট্রাংকলরী)কেরুর শ্রমিক চালক আব্বাস উদ্দিন চিনিকল হতে চিটাগুড় নিয়ে ফিরে আসেন কেরুজ চিনিকলে।

আজ রোববার সকালের দিকে ট্রাকের ট্রাংলরীর মধ্যে রক্ষিত চিটাগুড়

কেরুজ চিনিকলের হাউজে ঢালার সময় চিটাগুড়ে পানি মেশানো হয়েছে এমন সন্দেহ হয় কেরুজ কর্মকর্তাদের। এতে কর্মকর্তা ট্রাকের চিটাগুড় আনলোডে বাঁধসেধে বন্ধ করে আটকে দেয় ট্রাকটি। ফলে ট্রাকের চিটাগুড় সহ ট্রাকটি পড়ে থাকে হাউজের পাশে ট্রাক লোড-আনলোড পয়েন্টের উপর।

একথা কেরুজ চিনিকল এলাকায় দ্রুত ছড়িযে পড়লে শ্রমিক ও সাধারন মানুষের মুখে নানামুখি গুঞ্জন ওঠে চালক আব্বাস উদ্দিনকে নিয়ে। ট্রাক চালক কি পথিমধ্যে চিটাগুড় বিক্রি করে ট্রাকের ট্রাংকিতে পানি মিশিয়েছে? আর পানি মিশ্রিত সেই চিটাগুড় প্রতিষ্টানকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ব্যার্থ হয়ে ধরা খেলেন চালক আব্বাস?

এবিষয়ে কেরুজ ডিষ্টিলারী বিভাগের মহা-ব্যবস্থাপক রাজিবুল হাসান বলেন, চিটাগুড়ে (মুলাসেস) পানিমিশ্রিত সন্দেহে আমরা ট্রাকের রক্ষিত মাল আনলোড বন্ধ করে দিয়েছি। এ বিষয়ে নাটোর সুগার মিলের প্রডাকশন ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। সেই সাথে চিটাগুড় সংরক্ষণ করে তা পরিক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠানো হয়েছে।।তিনি আরও বলেন পরিক্ষা শেষে জানা যাবে পানি মিশিয়েছে কিনা।

দর্শনার পল্লী চিকিৎসক সজলের বিরুদ্ধে দেহভোগের অভিযোগ

দর্শনার পল্লী চিকিৎসক সজলের বিরুদ্ধে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে দেহভোগের অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে ভক্তভোগী ওই নারী পল্লী চিকিৎসক সজলের নামে থানা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ অভিযুক্ত পল্লী চিকিৎসক সজল ডাক্তারের চিকিৎসালয় কেন্দ্রে যায়।

এ ঘটনা নিয়ে দর্শনা পুরাতন বাজার ও এলাকা জুড়ে বইছে আলোচনা- সমালোচনার ঝড়।

অভিযোগে জানা যায়, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দর্শনা পুরাতন

বাজারের নিপা মেডিকেল হলের পল্লী চিকিৎসক সজল ডাক্তারের (৪৫) সাথে পরিচয় হয় ৩৫ বছর বয়সী স্বামী পরিত্যাক্তা এক নারীর। তাদের মধ্যে মোবাইল ফোনে কথোপকথনেরে একপর্যায় ঘণিষ্টতা হয়। এ ঘণিষ্ঠতার সূত্র ধরে মিথ্যা বিয়ের প্রলোভনে পল্লী চিকিৎসক সজল ওই নারী সহিত অবৈধ্য সম্পর্ক গড়ে তোলে।

তাদের মধ্যে অবৈধ্য সম্পর্ক স্থাপনের পর ওই নারীকে বিবাহ করবেনা বলে হুমকি-ধামকী দেওয়া হচ্ছে।

অভিযোগকারীর অভিযোগে আরও উল্লেখ করেছন, এ বিষয়ে চলতি মাসের ১ ডিসেম্বর সকাল ১০ টার সময় আমি এতটুকু বলি যে আপনি আমাকে বিবাহ করবেন বলে আমার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে। স্পর্কের কথা বলাতে সে আমাকে সম্পূর্ন রুপে অস্বীকার করে এবং আমাকে বিয়ে করবেনা এ মর্মে হুমকি প্রদান করে। তার হুমকি-ধামকী ও ভয়ভীতি দেওয়াতে আমি নিরাপত্তাহীনতা গ্রস্ত হয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা করিতে দর্শনা থানায় অভিযুক্ত সজল ডাক্তারের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ করেছি।

এ ঘটনা ধামাচাপা দিতে সজল ডাক্তার বিভিন্ন মহলে শুরু করেছে তদবির। তবে এ ঘটনাটি মিমাংশায় উভয়পক্ষ বসবে বলে একটি সুত্র জানিয়েছে।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত সজল ডাক্তার বলেন, আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে ওই নারী। তবে সে তার ভূল বুঝতে পেরে থানা থেকে তার করা অভিযোগ তুলে নিয়েছে।

এবিষয়ে অভিযোগ তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই নীতিশ বিশ্বাস বলেন, এমন একটি অভিযোগ আমি পেয়েছি। অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ে আমি তদন্ত করছি। তদন্ত সত্যতা মিললে পরবর্তীতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার সাহা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন এমন একটি অভিযোগ পেয়েছি অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ে অভিযোগ তদন্ত করছে থানার এসআই নীতিশ বিশ্বাস।তবে অভিযোগের সত্যতা পেলে তার বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গার ১ নং ওয়ার্ডে নৌকার মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বিচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুনের নৌকা প্রতিকের পক্ষে আলমডাঙ্গায় নির্বাচনী পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রোববার সন্ধ্যায় পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের স্টেশন এলাকায় এ পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। ১নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নৌকা প্রতিকের এ পথসভার পূর্বে বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে একটি নির্বাচনি মিছিল এলাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় বক্তাগণ বলেন,নৌকা হলো উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রতিক। নৌকা বিজয়ী হলেই দেশের উন্নয়ন হয়। আজকে এই ১৫ বছরে আওয়ামীলীগ সরকার দেশে যে উন্নয়ন করেছে,তা আপনাদের কারো অজানা নয়। উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে আবারও নৌকায় ভোট দিতে হবে। ছেলুন জোয়ার্দ্দারকে বিজয়ী করে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে।

১নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম স্বপন, গাংনী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক সামসুল ইসলাম সামু, দপ্তর সম্পাদক রিপন, চিৎলা ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা টিটু, উপজেলা ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক রিমন, প্রচার সম্পাদক আলো, ছাত্রলীগ নেতা শান্ত, জিংকু, সৌরভ, রাজন, পিয়াস, তোতা, দেলোয়ার হোসেন, মামুন, শাহিন প্রমুখ।